International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-I, July 2016, Page No. 20-26
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ

পায়েল দত্ত
অতিথি অধ্যাপিকা, গবেষিকা, দর্শন বিভাগ, বঙ্কিম সর্দার কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Of all the methods of knowledge perception (pratyaksa) in by for the most important, for the obvious reason that it in the most fundamental. It supplies the corner stone of philosophy of the world. In Indian Philosophy almost every school has its own theory of Perception. The term 'Pratyaksa' is both used for Pratyaksaprama (perceptual knowledge) and Pratyaksa Pramana (Perceptual method). In this paper I explain the nature of Pratyaksa Pramana.

In Indian Philosophy knowledge is divided into Pratyaksa and Paroksa. The term pratyaksa etymologically consists of the two elements prati which means to, before and aksa which means sense-organ or aksi which means eye. So in common par lane it has come to mean present to or before the eyes or any other sense-organs. For this, most of the Indian philosopher define perceptual knowledge as which in generated from the contact between sense-organ and object. So the sense-organ plays a key role in the context of perceptual knowledge or pratyaksa prama. The nyaya philosopher considers sense-organs as the extra ordinary cause (asadharana karana) of perceptual knowledge. Technically they say 'prama karanam pramanam'. In this paper I also discuss how sense organ would be the karana of perceptual knowledge.

Key Words: Sense-organ, Praman, Prtyakhsa, Sannikarsa, Perception, Karon.

মহর্ষি গৌতম তার ন্যায়সুত্রে ষোল প্রকার পদার্থ স্বীকার করেছেন। এর মধ্যে প্রথম পদার্থ হল প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ভেদে প্রমান আবার চতুর্বিধ। অন্যান্য সম্প্রদায়ে যদিও অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, প্রভৃতি প্রমাণও স্বীকার করা হয়ে থাকে। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রমাণের এই সংখ্যা নিয়ে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। যেমন চার্বাকের কাছে একটিই প্রমান স্বীকৃত এবং তা হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমানের দ্বারা প্রমেয় পদার্থের সাক্ষাৎকার হওয়ায় বস্তুর এমন যথার্থ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় যাকে উপজীব্য করেই পরোক্ষ অন্যান্য জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা সূত্রের প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি যাঁরা এক বা একাধিক প্রমান স্বীকার করেছেন তাঁরাও প্রত্যক্ষকেই জ্যেষ্ঠ্য প্রমাণ বলেছেন। এখানে 'জ্যেষ্ঠ্য' শব্দের তাৎপর্য হল, যে স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞান এই উভয়বিধ জ্ঞানের কারণসামগ্রীই উপস্থিত থাকে কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানই প্রথমে উৎপন্ন হয়। কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণসামগ্রী পরোক্ষ জ্ঞানের কারণসামগ্রীর তুলনায় বলবত্তর। নির্দোষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য অন্য জ্ঞানের বিরোধ হলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই জয়লাভ করে। তাই নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষকেই জ্যেষ্ঠ্য প্রমাণ বলেছেন।

'প্রমাণ' শব্দটি 'প্র' পূর্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং প্রমা জ্ঞানের করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। নৈয়ায়িক প্রমার করণকে প্রমান বলেছেন। করণ বলতে অসাধারণ কারণকে

বোঝানো হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যে কোন কার্য এক বা একাধিক কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। এই কারণসমূহ হয় সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুই প্রকার। সাধারণ কারণ হল আটটি যা সকল কার্যের ক্ষেত্রে সমান। এই আটটি কারণ ভিন্ন সকল কারণই হল আসাধারণ কারণ যা কার্যভেদে হয় ভিন্ন ভিন্ন। নৈয়ায়িক কার্যভেদে প্রমাণগুলির ভেদ স্বীকার করেছেন। তবে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দবোধ এই চার প্রকারের প্রমাজ্ঞানের প্রতি কোনটি করণ হবে এই নিয়ে নৈয়ায়িকদের নিজেদের মধ্যেই মতভিন্নতা আছে। বিশেষ করে প্রচীন ও নব্যনৈয়ায়িকদের মধ্যে। তাই প্রত্যক্ষ প্রমার করণ নির্নয়ই হল আমার এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন হল করণ বলতে কি বুঝি? নৈয়ায়িক সম্প্রদায় অন্তর্গতই এই করণ বিষয়ক ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। নব্যনৈয়ায়িকের মতে 'ব্যাপারবদ্ অসাধারণ কারণং করণং'। অর্থাৎ অসাধারন কারণগুলির মধ্যে যে কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হয় তাকেই করন বলা হয়। এখন ব্যাপার বলতে বোঝায় যা কোন কার্যের কোন করণ থেকে উৎপন্ন হয়ে কোন কার্যের জনক হয়।[১] অর্থাৎ ব্যাপারটি হয় কারণ ও কার্য উভয়ই। দৃষ্টান্তস্বরূপ নৈয়ায়িক বলেন যে, বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যের প্রতি কুঠারাদি হয় কারণ। কুঠারাদি বৃক্ষের সঙ্গে উদ্যমান নিপাতন সহকারে সংযোগের জনক হয়ে বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যের জনক হয়। উদ্যমান নিপাতন ক্রিয়া কুঠারাদি থেকে উৎপন্ন না হলে কুঠারের পক্ষে বৃক্ষচ্ছেদন সম্ভব হয় না। তাই উদ্যমান নিপাতন সংযোগ হয় ব্যাপার। এই উদ্যমান নিপাতন সহকারী সংযোগ কুঠার জন্য হয়ে কুঠারজন্য বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যের জনক হয়ে ব্যাপার হয় এবং কুঠার হয় ব্যাপারবান্ হয়। তাই বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্যের করণ হয় কুঠার। নব্যনৈয়ায়িকের কাছে যা ব্যাপার প্রাচীন নৈয়ায়িকের কাছে তাইই করণ। কারণ প্রাচীন নৈয়ায়িক ব্যাপার বলে কিছু স্বীকার করেনি। তাই তারা করণের ভিন্ন লক্ষণটি দিয়ে বলেন যে, 'ফলাযোগ ব্যাবচ্ছিন্নং কারণং করণম্।' অর্থাৎ কার্যের যে কারণটি কার্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বে থেকে অন্য কারণের অপেক্ষা না করে কার্যের জনক হয় তাই হল করণ। যেমন উদ্যমান, নিপাতন, কুঠারাদি মিলিতভাবে বৃক্ষচ্ছেদনরূপ কার্য উৎপন্ন করে। কিন্তু উদ্যমান নিপাতন উৎপন্ন হলে অন্য কারণকে অপেক্ষা না করে কার্য উৎপন্ন হয় বলে উদ্যমান, নিপাতন হল করণ।

অনুরূপভাবে নব্যনৈয়ায়িকদের কাছে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হয় ইন্দ্রিয় এবং প্রাচীন নৈয়ায়িকদের কাছে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হয় ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধের ফলে উৎপন্ন হয়। এমনকি দেখা যায় 'প্রত্যক্ষ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলেও 'প্রতি' ও 'অক্ষ' এই শব্দ দুটি নিষ্পন্ন হয়। 'অক্ষ' শব্দটির অর্থ হয় 'ইন্দ্রিয়'। তাই ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ার ফলেই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় মহর্ষি গৌতমও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণে বলেছেন যে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে অব্যাপদেশ্য, অব্যাভিচারী ও ব্যাবসায়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়।[২] এবং এই সন্নিকর্ষরূপ সম্বন্ধটি ইন্দ্রিয়জন্য হয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ কার্যের কারণ হয়, ফলে সন্নিকর্ষ হয় ব্যাপার এবং ইন্দ্রিয় হয় ব্যাপারবান্। ফলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ হয় ইন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে থেকে অন্য কারণসমূহকে অপেক্ষা না করে কার্যের জনক হয় ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ। তাই প্রচীন নৈয়ায়িকের মতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষই হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ। প্রমার করণকেই বলা হয় প্রমাণ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ ইন্দ্রিয় হওয়ায় ইন্দ্রিয়কেই বলা হয় প্রত্যক্ষ প্রমান। তাই ইন্দ্রিয়ের স্বরূপ আলোচনা ব্যাতিরেকে 'ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমান' এই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। তর্কসংগ্রহকার এই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যা শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণের অনাশ্রয় হয়ে জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় হয় তাই হল ইন্দ্রিয়।[৩] পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয় ভেদে ইন্দ্রিয় হয় ছয় প্রকার। পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং একটি অন্তরিন্দ্রিয় হল মন।

ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠা মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত 'ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বকশ্রোত্রাণীন্দ্রিয়ানি ভূতেভ্য' এই সূত্রের দ্বারা পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের লক্ষণ ব্যাক্ত হয়েছে। এই প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই হল কোন না কোন উপলব্ধির সাধন। প্রথম ইন্দ্রিয়টি হল ঘ্রাণেন্দ্রিয় যা হল গন্ধের উপলব্ধির সাধন । 'ঘ্রাণাদি' শব্দের 'জিঘ্রতি অনেন'- এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে গন্ধের

উপলব্ধি অর্থে 'ঘ্রা' ধাতুর উত্তর করণার্থক ল্যুট প্রত্যয়যোগে 'ঘ্রাণম্' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কারণ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই গন্ধ গ্রহণ করে। তাই তর্কভাষাকার বলেছেন যে, 'গন্ধোপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং ঘ্রানম্'। গন্ধ হল পৃথিবীর একটি গুণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব পরমাণু দ্বারা নির্মিত একটি পার্থিব দ্রব্য। তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পৃথিবীর সমস্ত গুণ উৎপন্ন হওয়ায় গন্ধ নামক গুণও উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্বকীয় গন্ধের গ্রাহক হয় না, বাহ্যবিষয়গত গন্ধের গ্রাহক হয়। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পৃথিবীর সমস্ত গুণ বর্তমান থাকলেও ঘ্রাণেন্দ্রিয় শুধুমাত্র কেন গন্ধেরই গ্রাহক হয়? এর উত্তর দিতে গিয়ে ন্যায়বৈশেষিক বলেছেন যে, সমস্ত গুণ অদৃষ্টবশতঃ অনুদ্ভুতই থাকায় তাদের প্রত্যক্ষোপলব্ধি হয় না। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় শুধুমাত্র গন্ধের ব্যাঞ্জক হওয়ায় ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধের প্রত্যক্ষোপলব্ধি সম্ভব হয়। তাই প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন যে ইন্দ্রিয়টি রূপাদির অব্যাঞ্জক হয়ে গন্ধের ব্যাঞ্জক হয় তাকেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলা হয়। এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকার অগ্রভাগে অবস্থিত। দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়টি হল রসনেন্দ্রিয়। যা রস বা আস্বাদ গ্রহণ করে তাই হল রসনেন্দ্রিয়।[৪] রস হল একটি গুণ যা পৃথিবী ও জলে থাকে। কিন্তু রসনেন্দ্রিয় জলীয় পরমাণু থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তা হয় জলীয় দ্রব্য। শরীর পার্থিব হওয়ায় জিহ্বা নামক স্থূল অংশটিও হয় পার্থিব। ঐ পার্থিব অংশের অগ্রভাগে অবস্থিত যে সুক্ষ জলীয় দ্রব্যটি তা রসনা বা জিহ্বা ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত। এই জলীয় দ্রব্যটি দ্বারা শুধুমাত্র রসের উপলব্ধি হওয়ায় তা হয় রসনেন্দ্রিয় বা জলীয় নামেই পরিচিত। তাই তর্কভাষাকার বলেছেন যে 'রসপোলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং রসনম্'। তৃতীয় যে ইন্দ্রিয়টি ছাড়া আমাদের জীবন অচল তা হল চক্ষুরিন্দ্রিয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাৎস্যায়ন বলেছেন যে 'চষ্টেঽনেন'। 'চক্ষ' ধাতুর অর্থ হল রূপদর্শন। রূপদর্শনের সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ই হল চক্ষুরিন্দ্রিয়। তাই তর্কভাষাকার কেশবমিশ্র বলেছেন 'রূপপোলব্ধি সাধনম্ ইন্দ্রিয়ং চক্ষুঃ'। ন্যায়মতে শরীরের 'চক্ষু' নামে প্রসিদ্ধ বিশেষ স্থানটির শ্বেতবর্ণের ভাগের মধ্যে যে কৃষ্ণসার ও অন্যবর্ণমিশ্রিত অংশ তারা বা তারকা নামে প্রসিদ্ধ তা হল চক্ষুর্গোলক। কিন্তু গোলকের অগ্রভাগের সুক্ষ তেজবিশেষকে বলা হয় চক্ষুরিন্দ্রিয়। এই চক্ষুরিন্দ্রিয় হয় তৈজস পরমাণু দ্বারা নির্মিত। তাই তেজের সমস্ত গুণ ঐ চক্ষুরিন্দ্রিয়ে বর্তমান থাকে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত হয়। তৈজস ইন্দ্রিয় হয় একমাত্র রূপের ব্যাঞ্জক। তাই সকল প্রনীর রূপ প্রত্যক্ষ একমাত্র চক্ষু দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বলেছেন 'ইন্দ্রিয়ং সর্বপ্রাণিনাং রূপব্যাঞ্জকম্ অন্যাবয়বানভিভূতৈস্তেজোঽবয়বৈরব্ধং চক্ষুঃ'। চতুর্থ ইন্দ্রিয়টি থাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত, যা শরীরের ভেতরে ও বাইরের অংশকে আচ্ছাদিত করে শরীরকে বাহ্যিক প্রতিকুলতা থেকে রক্ষা করে। সেই ইন্দ্রিয়টি হল ত্বগেন্দ্রিয়। বাৎস্যায়ন বলেছেন 'ত্বকস্থানমিন্দ্রিয়ং ত্বক্' অর্থাৎ চর্ম যার স্থান বা আধার সেই আধারটিই হল ত্বক। বিশেষ বিশেষ বায়বীয় পরমাণু দ্বারা আরব্ধ ও পার্থিব অবয়বের দ্বারা অনভিভুত কার্য বায়ু থেকে এই ইন্দ্রিয়টির উৎপত্তি হয়। তাই ইন্দ্রিয়টি বায়বীয় ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত। বায়ুতে থাকে নয়টি গুণ। কিন্তু স্পর্শ ব্যাতিত অপর গুণসমূহের প্রত্যক্ষোপলব্ধি হয় না। তাই বায়বীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা যে গুণটি প্রত্যক্ষযোগ্য হয় তা হল স্পর্শ। বায়ুর লক্ষণেও বলা হয়েছে 'রূপরহিত স্পর্শবান বায়ু'। কিন্তু পুরীতৎ নাড়ী ব্যাতিত সর্বশরীরব্যাপী ত্বক নামক পার্থিব দ্রব্যটিই বায়বীয় ইন্দ্রিয় নয়। যা উপলব্ধির সাধন তাই ইন্দ্রিয় হওয়ায় ত্বকের মধ্যে যে সূক্ষ বায়বীয় অংশটি স্পর্শ প্রত্যক্ষের সাধন হয় সেই অংশটিই হল ত্বগেন্দ্রিয় নামে পরিচিত। সর্বশেষ বাহ্যরিন্দ্রিয় হল কর্ণেন্দ্রিয় যা একমাত্র শব্দের গ্রাহক। তাই এই ইন্দ্রিয়টি শ্রোত্র ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত। তর্কভাষাকার তাই শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে 'শব্দোপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রম্' অর্থাৎ শব্দের উপলব্ধির সাধন ইন্দ্রিয়ই হল শ্রোত্র। শব্দ হল আকাশের গুণ এবং তা অব্যাপ্যবৃত্তি। তাই আকাশ বিভূ দ্রব্য হলেও সারা আকাশ জুড়ে শব্দ থাকে না। যে কোন শব্দই আকাশের এক বিশেষ অবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়। সেই বিশেষ অবচ্ছেদটি হয় কর্ণশষ্কুলির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ যা কর্ণেন্দ্রিয় নামে পরিচিত।

এইরূপ স্বপ্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয় গ্রহণ ক্রিয়ারূপ ব্যাবস্থাকে বলা হয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ব্যাবস্থা। এই অর্থে ইন্দ্রিয়বর্গকে 'স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণ' বলা হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই কোন না কোন উপলব্ধির সাধন হলেও তারা প্রত্যেকেই অন্তরিন্দ্রিয় মনের উপরই নির্ভরশীল। কারণ আত্মার সাথে মন, মনের

সাথে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হলেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাথে বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হওয়া সত্ত্বেও মনের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ব্যাতিত কোন জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। তবে মন পরোক্ষভাবে শুধুমাত্র বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাধন ঘটায় তা নয়, প্রত্যক্ষভাবে আন্তর সুখ-দুঃখেরও উপলব্ধির সাধন ঘটায়। তাই তর্কসংগ্রহকারকৃত মনের লক্ষণটি হল 'সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ'। এই মন অনুপরিমাণবিশিষ্ট হওয়ায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাথে যুগপৎ সংযুক্ত হতে পারে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই বিষয়পঞ্চকের মধ্যে যে বিষয়ের প্রতি আত্মার প্রবণতা বেশি সেই বিষয়ের সাধনরূপ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন আগে যুক্ত হয়। এইরূপে ক্রমে আত্মার প্রবৃত্তি অনুসারে মন বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন করে থাকে। ফলে একই আত্মায় একই সময়ে একাধিক জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না এবং যুগপৎ জ্ঞানের উৎপত্তিতে আপত্তি হয়।

উক্ত বিষয়ব্যাবস্থা অনুসারে ইন্দ্রিয়গুলি তাদের স্ব স্ব গ্রাহ্য বিষয়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উৎপন্ন করে। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের এই প্রকার বিশেষ সম্বন্ধকে বলা হয় সন্নিকর্ষ। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের এরূপ সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানকে বলা হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সন্নিকর্ষ হয় লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ব্যাবস্থায় যে সন্নিকর্ষের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তার স্বগ্রাহ্য বিষয়কে গ্রহণ করে তাকে বলা হয় লৌকিক সন্নিকর্ষ। এই প্রকার সন্নিকর্ষ প্রায় সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। ভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষে ভিন্ন সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সম্বন্ধ ভিন্ন হওয়ায় সন্নিকর্ষও ভিন্ন হয়। তাই নৈয়ায়িকরা ছয় প্রকার এবং বেদান্তী তিন প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। ইন্দ্রিয়রূপ প্রমেয়ের সাথে দ্রব্যরূপ বিষয়ের যে সংযোগ সম্বন্ধ হয় তাকে নৈয়ায়িক ও বেদান্তী উভয়ই সংযোগ সন্নিকর্ষ নামে নামাঙ্কিত করেছেন। নৈয়ায়িক মতে গুণ ও কর্ম দ্রব্যে থাকে সমবায় সম্বন্ধে। তাই ইন্দ্রিয়ের সাথে দ্রব্যের সংযোগ হওয়ার পরে দ্রব্যের গুণ ও কর্মের সাথে ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ ঘটে তা হয় সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ। সামান্যের লক্ষণেই দেখতে পাই যে সামান্য হল তাই যা নিজে নিত্য হয়ে তার অনেক আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে।[৫] গুণ ও কর্মস্থিত সামান্যও তার আশ্রয় গুণ ও কর্মে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এবং ঐ গুণ ও কর্মই তার আশ্রয় দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকায় গুণ ও কর্মস্থিত সামান্যের প্রত্যক্ষস্থলে ইন্দ্রিয়ের সাথে গুণত্ব ও কর্মত্বের যে সন্নিকর্ষ হয় তাকে বলে সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ। আবার ন্যায়বৈশেষিক স্বীকৃত পঞ্চম দ্রব্য আকাশ বিভু পরিমানবিশিষ্ট হওয়ায় তা হয় সর্বদেশব্যাপী এবং কর্ণশষ্কুলির দ্বারাও হয় অবচ্ছিন্ন। সেই অবচ্ছিন্ন আকাশই হল কর্ণেন্দ্রিয়। শব্দ হল আকাশের গুণ। আকাশে শব্দ নামক গুণটি থাকে সমবায় সম্বন্ধে। অপরদিকে আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ও নয়। তাই কর্ণ সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমেই শব্দের প্রত্যক্ষ করে থাকে। কারণ 'শব্দপোলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রম্'। শব্দে শব্দত্ব জাতি থাকে সমবায় সম্বন্ধে। তাই শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষে হয় সংযুক্ত সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ। তবে নৈয়ায়িক যাকে সমবায় সম্বন্ধ বলেছেন তাকে বেদান্তী তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলেছেন। কারণ বেদান্তী মতে দ্রব্যের সাথে গুণ, কর্ম ও সামান্য প্রভৃতির অত্যন্ত ভেদ বা অভেদ নেই, তাই দ্রব্যের সাথে গুণ-কর্মাদির তাদাত্ম্য সম্বন্ধই স্বীকার করে দ্রব্যের গুণের প্রত্যক্ষে অদ্বৈতী সংযুক্ত তাদাত্ম্য সন্নিকর্ষ এবং দ্রব্যের গুণত্ব জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তাভিন্ন তাদাত্ম্য সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। শেষপ্রকার সন্নিকর্ষটি হয় বিশেষ্য-বিশেষণাভাব সন্নিকর্ষ যার মাধ্যমে অভাব প্রত্যক্ষ করা হয়। এইভাবে বিভিন্ন সন্নিকর্ষের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় গুণ, গুণত্ব জাতি, শব্দ, শব্দত্ব জাতি, অভাব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করে থাকে। অর্থাৎ দেখা গেল যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় হয় করণ। তাই ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমান বলা হয়।

আপত্তি ওঠে যে, লৌকিক সন্নিকর্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমান বলা হলেও অলৌকিক সন্নিকর্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ প্রমান বলা যায় না। নৈয়ায়িক উক্ত আপত্তিসমূহ খণ্ডনের জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ ত্রয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথম প্রকারভুক্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষ হল সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ। পদার্থের সামান্য বা অনুগত ধর্ম যে প্রত্যক্ষের স্বরূপ তা হল সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ। কিন্তু সামান্যের জ্ঞান কোন ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য উৎপন্ন হয় না। তবে ইন্দ্রিয়কে কি রূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা যায়? ন্যায়বৈশেষিক বলেন যে কোন ব্যাক্তি বা বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ বা লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা এবং সেইসময় ওই ব্যাক্তিতে সমবেত জাতিরও প্রত্যক্ষ হয়। যেমন ঘট প্রত্যক্ষ কালে ঘটে সমবেত ঘটত্ব জাতির সাথে সংযুক্ত সমবায় নামক লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়ে ঘটত্বের জ্ঞান হয়। সেই ঘটত্ব সমবায়সম্বন্ধে ও ঘটত্বজ্ঞান স্ববিষয়ভূতঘটত্বসমবায়সম্বন্ধে সকল ঘটেই থাকবে। ফলে ঘটত্ব বা ঘটত্বজ্ঞান সকল ঘটের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারভুক্ত হল জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ যা স্বসংযুক্ত মনঃসংযুক্ত আত্মসমবেত জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষের মাধ্যমে সম্ভব হয়। তাৎপর্য হল যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ হয় সেই ইন্দ্রিয়সংযুক্ত মনঃসংযুক্ত আত্মাতে সমবেত স্মৃতিরূপ জ্ঞানই সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষ। যে ব্যাক্তির একাধিকবার সংযুক্তসমবায় নামক লৌকিক সন্নিকর্ষের মাধ্যমে চন্দনের সুরভি আঘ্রাত হয়েছে সেই ব্যাক্তির আত্মাতে ঐ সুরভিজ্ঞানজন্য সংস্কার সমবেত হয়ে থাকে। পরে দুরস্থ চন্দন খণ্ডের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হলে চন্দনসৌরভবিষয়কসংস্কারবান্ পুরুষের ঐ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে 'চন্দন সুরভিযুক্ত' এইরূপ স্মৃতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় যা চন্দনের সাথে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটায়। এইভাবে স্মৃতিজ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে কাজ করে 'সুরভি চন্দনম্' এইরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে। জ্ঞানস্বরূপ যে সন্নিকর্ষ তা জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ নামে পরিচিত। তৃতীয় প্রকারটি হল যোগজ প্রত্যক্ষ যা যোগধর্ম সন্নিকর্ষের মাধ্যমে সম্ভব হয়। যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর আত্মাতে এক বিশেষপ্রকারের ধর্ম উৎপন্ন হয় এবং তা আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। আত্মা বিভুপরিমানবিশিষ্ট হওয়ায় তার সমানকালিক হল সংসারের সকল বস্তু যা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের যোগ্য। তাই যোগজধর্ম স্বাশ্রয়সমানকালিকত্ব সম্বন্ধের দ্বারা সংসারের সকল বস্তুর সাথে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ঘটিয়ে যোগীর সকল বস্তুর প্রত্যক্ষের কারণ হয়।এই তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের মাধ্যমে দেখা গেল যে, ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎভাবে না হলেও পরম্পরাভাবে প্রত্যক্ষের কারণ হয়ে থাকে। লৌকিক সন্নিকর্ষকে দ্বার করেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব। ফলে গৌতমোক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ বারিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ বা কোন জ্ঞানই ইন্দ্রিয় ব্যাতিত উৎপন্ন না হওয়ায় ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অসাধারণ করণ স্বীকার করতে হয়। প্রায় প্রত্যেক দর্শন সম্প্রদায়ই গৌনভাবে হলেও ইন্দ্রিয়ের প্রমাণত্বকে স্বীকার করতে পিছুপা হয়নি। তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ইন্দ্রিয়ই একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

দেখা গেল যে, মুখ্যভাবে না হলেও গৌণভাবে ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমান বলা যায়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরো কিছু যুক্তি উপস্থাপন করা হল।

১। বৌদ্ধসম্প্রদায় ভিন্ন ভাবে প্রমাজ্ঞানের করনকেই প্রমাণ বলতে গিয়ে সম্যক্ জ্ঞানকেই প্রমাণ নামে নিরূপণ করেছেন। 'সম্যক' হল অবিসংবাদি জ্ঞান। কোন বিষয়ের জ্ঞানে যখন সেই বিষয়ের স্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে তখন ঐ জ্ঞানটি নিজেই বস্তুটির আকারটি দেখিয়ে আমাদের ওই বিষয়ে প্রবৃত্ত করে ও তা গ্রহণেও আমাদের সমর্থ করে। এককথায় যা সফল প্রবৃত্তির জনক তাইই হয় অবিসংবাদক। এভাবে যে অ-অব্যবহিত পূর্ববর্তি জ্ঞানটি উপদর্শিত অর্থকে পাইয়ে দেয় ও বস্তুটির সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন করে তা হয় অবিসংবাদক। অবিসংবাদক জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভেদে দুই প্রকার। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাত হয় তাইই প্রবৃত্তির বিষয় হয়। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের ধর্মকীর্তি বলেছেন যে, কল্পনাস্বভাবরহিত ও অভ্রান্ত সাক্ষাৎকারী জ্ঞানটি হয় প্রত্যক্ষ প্রমা।[৬] তবে কোন জ্ঞান তখনই কল্পনাস্বভাবরহিত ও অভ্রান্ত হবে যখন জ্ঞানটির উৎপন্ন হওয়া বা না হওয়া ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সাক্ষাৎকার হওয়ার পরে আদ্যক্ষণে বিষয়ের যে স্পষ্ট প্রতীতি উৎপন্ন হয় তা হয় কল্পনাস্বভাবরহিত এবং বিষয়টিকে যখন নাম দ্বারা বিশেষিত করি তা হয় কল্পনা। যখন আমরা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে 'নীল' প্রভৃতির সাক্ষাৎ করি তখন সেই জ্ঞানকে বলে সাক্ষাৎকারী জ্ঞান । এই জ্ঞানে 'নাম' প্রভৃতি কল্পনার সম্বন্ধ থাকে না, নীলের আভাস হয় মাত্র। তাই 'এইটি নীল' এইভাবে জ্ঞানও হয় না। এই প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হয় ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ, যেহেতু ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করে সফল প্রবৃত্তির জনক হয়। তাই প্রাচীন নৈয়ায়িকের ন্যায় বৌদ্ধও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেছেন।

২। অদ্বৈত বেদান্তি নৈয়ায়িকের প্রত্যক্ষের লক্ষণের বিরুদ্ধে আপত্তি প্রদর্শন করে বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমা বললে ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানে অব্যাপ্তি হয়। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য হওয়ায় ইন্দ্রিয়জন্য নয়। নৈয়ায়িক এই অব্যাপ্তি বারণের জন্য সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের ভিন্ন লক্ষণ উপস্থাপন করে বলেছেন যে, 'জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' অর্থাৎ যে জ্ঞানের করণ কোন জ্ঞান নয় তাই প্রত্যক্ষ । তাৎপর্য হল নৈয়ায়িক স্বীকৃত চারটি প্রমা জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর তিনটি প্রমা জ্ঞানের করণ কোন না কোন জ্ঞান। যেমন অনুমিতির করণ ব্যাপ্তি জ্ঞান, উপমিতির করণ সাদৃশ্য জ্ঞান, শাব্দবোধের করণ পদজ্ঞান। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হল ইন্দ্রিয় যা কোন জ্ঞান নয়। তাই প্রত্যক্ষ হল জ্ঞান অকরণক। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিত্য হওয়ায় তার কোন কারণ নেই, ফলে করণও নেই। তাই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অকরণক। এইভাবে উক্ত লক্ষণটির মাধ্যমে নৈয়ায়িক ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানে অব্যাপ্তি দোষ পরিহার করে ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমার করন বলেছেন।

৩। 'প্রত্যক্ষ' (প্রতি+অক্ষ) শব্দ মধ্যস্থ 'অক্ষ' শব্দ ইন্দ্রিয়ার্থবোধক বলে বেদান্তি ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রেখে 'প্রত্যক্ষ' শব্দের পরিবর্তে 'অপরোক্ষ' পদ ব্যাবহার করে ব্রহ্ম চৈতন্যকেই অপরোক্ষ স্বভাব পদার্থ বলেছেন। তাই বেদান্তপরিভাষাকার চেতন ব্রহ্ম ও অপরোক্ষের অভেদ স্বীকার করে অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ প্রমা বলেছেন। ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে অন্তঃকরণের কোন অংশ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে বহির্গত হয়ে বাহ্যদেশে অবস্থিত বিষয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণের এই বিষয়াকার পরিণামকে বলে অন্তঃকরণবৃত্তি। এই বৃত্তির দ্বারা অভিব্যাক্ত চৈতন্যে বা বৃত্তি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যে অধ্যাসের ফলে অনাদি শুদ্ধ চৈতন্যকে সাদি বলে মনে হয়। আবার অন্তঃকরণবৃত্তি জড় স্বভাবের হলেও তাতে শুদ্ধ চৈতন্যের চিৎ স্বরূপের অধ্যাস হয় এবং অন্তঃকরণবৃত্তিতে জ্ঞানত্বের অধ্যাস হয়। এইভাবে জ্ঞানত্বের অধ্যাস বশতঃ বিষয়-চৈতন্যগত অজ্ঞানের আবরণ নিবৃত্ত হয় ও বিষয়-চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে থাকে। এস্থলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণবৃত্তির করণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যেরও করণ হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় বৃত্তি অভিব্যক্ত বিষয়-চৈতন্যরূপ প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যক্ষ প্রমাণই হবে। অর্থাৎ দেখা গেল যে, সাক্ষাৎভাবে না হলেও পরম্পরাভাবে ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমার করণরূপে বেদান্তি স্বীকার করলেন।

৪। অদ্বৈতী ও ভাট্টমীমাংসক মতে অভাব হল দশম পদার্থ। পদার্থ মাত্রই জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় অভাবও জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে। অদ্বৈতী ও ভাট্টমীমাংসক অভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন সন্নিকর্ষ স্বীকার করে না। কারণ তারা বলেছেন অভাব হল সেই পদার্থ যা হয় উপলব্ধির অভাব । যেখানে উপলব্ধি নেই সেখানে ইন্দ্রিয়েরও প্রয়োজন হয় না। কারণ ইন্দ্রিয় হয় উপলব্ধির সাধন। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তার প্রত্যক্ষ সামর্থও থাকতে পারে না। এইভাবে অভাবের সাথে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হেতু সন্নিকর্ষ না থাকায় অভাব প্রমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব সিদ্ধ হয় না এবং ইন্দ্রিয় অভাব প্রমার করণও হতে পারে না। কারণ না থাকলে কার্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু অভাবের জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। তাই এই অভাব গ্রাহক একটি অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করে অদ্বৈতী ও ভাট্ট তাকে অনুপলব্ধি নামে অভিহিত করেছেন। যা উপলব্ধির বিষয় নয় তা অনুপলব্ধি। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক মতে ভাব পদার্থের ন্যায় অভাব পদার্থও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে সন্নিকর্ষটি সম্বন্ধরূপে কাজ করে তা হল বিশেষ্য-বিশেষণভাব সন্নিকর্ষ। তাই অভাব প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ই হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৫। নৈয়ায়িক অভাব জ্ঞানের প্রসঙ্গে অদ্বৈতী মতকেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও ইন্দ্রিয়ই করণ হয়। 'ভূতলটি ঘটাভাববিশিষ্ট'- এই আকারে যখন ঘটের অভাব প্রত্যক্ষ করা হয় তখন ভূতলাংশে ভূতলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। সেস্থলে ভূতলাকারবৃত্তি বহির্গত হয়ে ভূতলের সাথে সংযুক্ত হলে ভুতলবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সাথে প্রমাতৃচৈতন্য ও প্রমাণচৈতন্যের অভেদ প্রতিপন্ন হয় এবং ভূতলের ও তার জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। এইভাবেই ভূতলগত ঘটাভাববচ্ছিন্ন চৈতন্যের সাথে প্রমাতৃচৈতন্য ও প্রমাণচৈতন্যের অভেদ প্রতিপন্ন হলে ঘটাভাব ও তার

উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হয়। ভূতলগত ঘটাভাবের সাথে ইন্দ্রিয়ের স্ব-সংযুক্ত-বিশেষণত্ব সন্নিকর্ষ আছে। ফলে ইন্দ্রিয়ই করণ হয়, যোগ্যানুপলব্ধি নয়।

উপরোক্ত দার্শনিক মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে প্রত্যেকেই এমনকি যাঁরা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেছেন তাঁরাও ইন্দ্রিয়কেই গৌন অর্থে হলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ বলতে অস্বীকার করেননি। তাই ইন্দ্রিয়কেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলাই বেশী সমিচীন।

সূত্রনির্দেশ :

১। 'তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বম্', তর্কসংগ্রহ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃষ্ঠা-২৯১
২।'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যাভিচারিব্যাবসায়ত্মকং প্রত্যক্ষম্'।
ন্যায়দর্শন ১/১/৪
৩। 'শব্দেতরোদ্ভূত-বিশেষ-গুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণং-মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্ ইন্দ্রিয়ত্বম্'। পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ভাষা পরিচ্ছেদ ।।৫৮।। পৃষ্ঠা-২৮১
৪। 'রসোপলব্ধি সাধনমিন্দ্রিয়ং রসনম্'। শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, তর্কভাষা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৫
৫। 'নিত্যত্বে সতি অনেক-সমবেতত্বম্' করুণা ভট্টাচার্য, ন্যায়বৈশেষিক দর্শন, পৃষ্ঠা-৮৮
৬। 'তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্' ।।৪।।, আচার্য ধর্মকীর্তি, সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ সম্পাদিত ন্যায়বিন্দু।

গ্রন্থপঞ্জী

১। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ১৪১৩ বঙ্গাব্দ
২। ন্যায়বিন্দু, আচার্য ধর্মকীর্তি বিরচিত, সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ সম্পাদিত, সদেশ প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭
৩। ন্যায়দর্শন, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ অনুদিত, প্রথম খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০
৪। শাস্ত্রী, গৌরীনাথ, উদয়নাচার্যকৃত কিরণাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১
৫। প্রশস্তপাদাচার্যকৃত প্রশস্তপাদভাষ্য, দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রমকৃত অনুবাদিত ও সম্পাদিত, দামোদর আশ্রম প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ, ২০০০
৬। শ্রীমৎ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিরচিত বেদান্ত পরিভাষা, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা
৭। ভাষাপরিচ্ছেদ, শ্রী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ, ষোড়শী মোহন দাঁ প্রকাশিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ